21577 - ধার প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান

প্রশ্ন

ধার প্রদান বলতে কী বোঝায়? এর বিধি-বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফকীহরা ধার প্রদান-এর সংজ্ঞায় বলেছেন: উপকার গ্রহণের বৈধতা আছে এবং উপকার গ্রহণের পর মালিকের কাছে ফেরত দেয়া যায়; এমন জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান।

এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ধার প্রদান থেকে এমন জিনিসগুলো বাদ পড়ে গেল যেগুলোর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করা ছাড়া সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন: খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুসারে ধার প্রদান শরিয়তে বৈধ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী (অন্যকে) দেয় না।" তথা যে সকল জিনিস মানুষ একে অপরের মাঝে আদানপ্রদান করে থাকে। তাই এখানে সে সকল লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা এমন জিনিস কেউ ধার চাইলে তাকে নিষেধ করে দেয়।

যে আলেমেরা ধার দেওয়াকে ওয়াজিব মনে করেন তারা এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহুর অভিমত সেই ক্ষেত্রে যদি জিনিসিটির মালিকের সেটি দরকার না থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে দেয়ার জন্য একটা ঘোড়া ধার করেছেন। আর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে কিছু ঢাল ধার করেন।

যার প্রয়োজন তাকে জিনিস ধার দেওয়া নেকীর কাজ। এর মাধ্যমে প্রদানকারী বিপুল নেকী অর্জন করেন। কারণ এটি কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করার অধিভুক্ত।

ধার প্রদান সঠিক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ধারদাতা দান করার উপযুক্ত হওয়া। কারণ ধার দয়োর মধ্যে এক ধরনরে দান রয়ছে। তাই কোনো শশিু, পাগল আর নর্িবোধেরে ধার দয়ো সঠকি হবে না।

দ্বতিীয় শর্ত: ধারগ্রহীতা দান গ্রহণরে উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ তার গ্রহণ করাটা সঠকি হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: ধার হসিবে প্রদত্ত জনিসিরে উপযোগ মুবাহ তথা বধৈ হওয়া। তাই মুসলমি দাসকে কাফরেরে কাছে ধার দয়ো বধৈ হবে না। শকিারকৃত পশুকে ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তরি কাছে ধার দওেয়া বধৈ হবে না। কারণ আল্লাহ বলনে: “তোমেরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে কাজে একে অন্যকে সাহায্য করবে না।”

চতুর্থ শর্ত: ধারযোগ্য জনিসিটি এমন হবে য,ে ব্যবহার করার পরও জনিসিটরি মূল অস্তত্বি অটুট থাক;ে যমেনটি আগওে বলা হয়ছে।

ধারদাতা ব্যক্তি ধাররে বস্তু যখন ইচ্ছা তখন ফরিয়িে নয়োর অধকিার রাখন;ে তবে যে অবস্থায় ফরিয়িে নলিে ধারগ্রহীতা ক্ষতগি্রস্ত সইে অবস্থা ছাড়া। যমেন: কউে জনিসিপত্র বহন করার জন্য জাহাজ ধার দলিনে; জাহাজ সমুদ্রে থাকা অবস্থায় তনিি সটো ফরেত নয়োর অধকিার নইে। অনুরূপভাবে কউে একটা দয়োলরে উপর কাঠরে প্রান্ত স্থাপনরে জন্য সটো ধার দলিনে। তাহলে যতক্ষণ তাতে কাঠরে প্রান্ত স্থাপতি রয়ছে ততক্ষণ দয়োল ফরিয়িে নওেয়া যাবে না।

ধারগ্রহীতার উপর ধার হসিবে গৃহীত জনিসিকে নজিরে সম্পদরে চাইতওে যত্ন ও গুরুত্বরে সাথে সংরক্ষণ করা আবশ্যক; যাতে করে সটেি নরিাপদ অবস্থায় মালকিরে কাছে ফরিয়িে দতিে পার।ে কারণ আল্লাহ তায়ালা বলনে, “আল্লাহ তোমাদরেকে নর্দিশে দচ্ছিনে যনে তোমরা আমানতসমূহকে সগেুলোর প্রাপকদরে কাছে পৌঁছে দাও।” উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে আমানত ফরিয়িে দওেয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে রয়ছে ধারকৃত জনিস।ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, “তোমাকে যনিি আমানত দয়িছেনে তাকে তার আমানত দয়িে দাও।” শরয়ী দললিসমূহ প্রমাণ কর,ে একজন মানুষকে যে বষিয় আমানতস্বরূপ দওেয়া হয়ছে সটো সংরক্ষণ করা এবং মালকিরে কাছে নরিাপদ অবস্থায় ফরিয়িে দওেয়া আবশ্যক। দললিগুলোর ব্যাপকতার মধ্যে ধাররে জনিসিও অন্তর্ভুক্ত। কারণ ধারগ্রহীতা এখানে আমানতদার। আমানতটি সে ফরেত দতিে বাধ্য। প্রচলতি রীতি-নীতরি সীমারখোর ভতেরে তাকে উপকার গ্রহণরে বধৈতা প্রদান করা হয়ছে। তার জন্য এটা ব্যবহারে এতটা সীমালঙ্ঘন বধৈ নয় যে সে ঐ জনিসিটাই নষ্ট করে ফলেব।ে আবার এমন ক্ষত্রেওে ব্যবহার করতে পারবে না যখোনে এটা ব্যবহার করা অনুপযুক্ত। কারণ জনিসিটরি মালকি তাকে এর অনুমতি দয়িনে।ি আল্লাহ তায়ালা বলনে, “উত্তম কাজরে প্রতদিান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পার?ে”

যে কাজরে জন্য ধার দওেয়া হয়ছে এর বদলে ভন্নি কছিুতে ব্যবহার করতে গয়িে যদি জনিসিটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধারগ্রহীতার ওপর ক্ষতপিূরণ দয়ো আবশ্যক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “হাতরে ওপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়ছে যা সে গ্রহণ করছে;ে যে পর্যন্ত তা প্রাপকরে কাছে ফরিয়িে না দওেয়া হয়।” হাদীসটি পাঁচজন গ্রন্থকার

সংকলন করেছেন এবং হাকেম সহীহ বলেছেন। এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি অন্যের মালিকানাভুক্ত যে জিনিস হস্তগত করেছে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া তার ওপর আবশ্যক। জিনিসটি মালিকের কাছে বা মালিকের প্রতিনিধির কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত সে দায়মুক্ত হবে না।

আর যদি সচরাচর যেভাবে ব্যবহার করা হয় সেভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে সেটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ধারগ্রহীতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ ধারদাতা তাকে এটা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর ‘অনুমতিপ্রদত্ত বস্তুর উপর আপতিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ নেই।’

ধারের বস্তু যে কারণে ধার নেওয়া হয়েছিল, তার চাইতে ভিন্ন কারণে যদি ধারগ্রহীতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে কি এর ক্ষতিপূরণ দিবে কিনা সেটা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। একদল আলেম মনে করেন তার জন্য এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক, সে সীমালঙ্ঘন করুক কিংবা না করুক। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হাতের উপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়েছে, যা সে গ্রহণ করেছে; যে পর্যন্ত তা প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে না দেওয়া হয়।” যেমন: যদি পশু মারা যায়, কাপড় পুড়ে যায় কিংবা ধারকৃত বস্তু চুরি হয়ে যায়। অন্য একদল আলেমের মতে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করলে সেটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ সীমালঙ্ঘন ছাড়া ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সম্ভবত এটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কেননা ধারগ্রহীতা মালিকের অনুমতিতে এটা হস্তগত করেছে। সুতরাং এটা তার কাছে আমানত বলে গণ্য।

তবে ধারগ্রহীতার দায়িত্ব ধারের বস্তু সংরক্ষণ করা, যত্নের সাথে দেখভাল করা এবং তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মালিকের কাছে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া। ধারের বস্তুর ব্যাপারে কোনো অবহেলা না করা কিংবা নষ্ট করে না ফেলা। কারণ এটা তার কাছে আমানত। আর ধারদাতা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। “আর উত্তম কাজের প্রতিদান কি উত্তম কাজ ছাড়া আর কিছু হতে পারে?”